Released: 14-10-1939

THE NEW THEATRES LIMITED

জীবন-মরণ

জীবন-মরণ

নিউ থিয়েটার্সের নূতন চিত্র

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড

১৭২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জীবন মরণ

চরিত্র :

মোহন—	কুন্দনলাল সায়গাল
মোহনের বন্ধু / ডাক্তার বিজয়	ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতা—	লীলা দেশাই
গীতার বাবা—	ইন্দু মুখোপাধ্যায়
গীতার মা—	নিভাননী
গীতার পিসিমা—	মনোরমা
রেডিও ম্যানেজার—	অমর মল্লিক
সহকারী—	সত্য মুখার্জ্জি
স্যানাটোরিয়াম ডাক্তার—	শৈলেন চৌধুরী
" সহকারী—	দ্বিজেন রায় চৌধুরী
গায়ক—	বীরেন বল
ডাক্তারের সহকারী—	নরেশ বোস
মোহনের ভৃত্য / শঙ্কর	—কেনারাম মুখোপাধ্যায়
ঠিকাদার—	কালী ঘোষ
হোটেল ম্যানেজার—	বোকেন চট্টোপাধ্যায়
বেহালা বাদক—	কমল ভট্টাচার্য্য

●

এই তিন খানি গান

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের :

"আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান..."

"তোমার বীণায় গান ছিল..."

"ফিরবে না তা জানি..."

●

ডাক্তারী সাজ-সরঞ্জাম :

বেঙ্গল কেমিক্যালের সৌজন্যে

কর্ম্মী-সঙ্ঘ :

পরিচালনা / চিত্রশিল্প / চিত্রনাট্য	নীতীন বসু
গল্প ও সংলাপ	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় / বিনয় চট্টোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রী—	মুকুল বসু
সঙ্গীত—	পঙ্কজ মল্লিক
সম্পাদনা—	সুবোধ মিত্র
রসায়নাগারাধ্যক্ষ—	সুবোধ গাঙ্গুলী
শিল্প নির্দ্দেশক—	পি, এন্, রায় / সৌরেন সেন
ব্যবস্থাপক—	পি, এন, রায়

●

সহকারিগণ :

সঙ্গীতে—	হরিপ্রসন্ন দাস
শব্দযন্ত্রে—	অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পে—	অমূল্য মুখার্জ্জি / মনু ব্যানার্জ্জি
স্থির চিত্রে—	যোগী দত্ত
ধারারক্ষী—	জাওয়াদ হোসেন
শিল্প-নির্দ্দেশনায়—	অনাথ মৈত্র / পুলিন ঘোষ
ব্যাবস্থাপনায়—	ভিক্টর মোজেস্

জীবন-মরণ

(কাহিনী)

মোহন আর গীতা! গীতা আর মোহন! তাদের দু'জনের মধ্যে পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—মোহনের আয় একটুখানি বাড়লেই গীতাকে সে বিয়ে করবে।

মোহন রেডিয়োতে গান গায়, গান গেয়ে যা পায়—একা মানুষ—তাইতেই তার দিন চলে যায়।

কিন্তু গীতার মা হঠাৎ একদিন বেঁকে বসলেন। বললেন, 'মোহনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে আমি দেবো না। রেডিয়োতে গান গেয়ে কিই-বা সে রোজগার করে! তা-ছাড়া মোহনকে দেখলেই আমার কেমন-যেন মনে হয়—শরীরে ওর রোগ ব্যাধি কিছু আছে, স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়।'

গীতা লুকিয়ে লুকিয়ে মোহনকে দিলে সেই কথাটা জানিয়ে। মোহন বললে, 'আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে, তাকে দিয়ে আমি প্রমাণ করিয়ে দেবো—স্বাস্থ্য আমার মোটেই খারাপ নয়।'

এই বলে' সে গেল তার বন্ধু বিজয়-ডাক্তারের কাছে। বিজয় তাকে পরীক্ষা করে' বললে: 'বছর-খানেক্ বিয়ে তুই বন্ধ কর্ মোহন। কিছুদিনের জন্যে তুই চেঞ্জে চলে' যা।'

মোহন একটুখানি চিন্তিত হয়ে পড়লো।—তবে কি গীতার মা যা বলেছেন সেই কথাই ঠিক? স্বাস্থ্য কি তার সত্যিই খারাপ?

এদিকে বিজয়েরও তখন বিয়ের কথাবার্ত্তা চলছে। সেইদিনই তার মেয়ে দেখতে যাবার কথা। মোহনকে সে-সব কিছু না জানিয়ে বললে, আজ আমার একটা নেমন্তন্ন আছে, চল্ দু'জন একসঙ্গেই যাই।'

গিয়ে দেখে, সর্ব্বনাশ! গীতাদের বাড়ীতেই বিজয়ের নেমন্তন্ন! আর, যার সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্ত্তা চলছে, সে-মেয়েটি আর-কেউ নয়,—গীতা।

গীতার পিসিমার সঙ্গে ছিল বিজয়ের মা'র খুব বন্ধুত্ব। ব্যাপারটা সেই সূত্রেই ঘটেছে। এবং ঘটেছে গীতার অমতে।

কিন্তু গীতার সঙ্গে যে মোহনের ভালবাসা—বিজয় তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলে না। মোহনও কিছু জানালে না।

দু'দিকে দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু—মোহন ও বিজয়, আর মাঝখানে গীতা!

ব্যাপারটা যখন অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে, এমন দিনে মোহনের স্বাস্থ্য গেল সত্যিই ভেঙ্গে; জ্বর হ'লো, কাশি হ'লো, মুখ দিয়ে বোধকরি একটুখানি রক্তও উঠলো।

বন্ধু বিজয় তাকে ভাল করে' পরীক্ষা করে' বললে,—'তুই এখান থেকে চলে যা মোহন, এ শহর ছেড়ে তুই চলে যা।'

যাবার জন্যে মোহন মনে-মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল। তার অসুখের কথা কাউকে কিছু না জানিয়ে, গীতার কাছ থেকে জোর করে' বিদায় নিয়ে একদিন সে সত্যসত্যই শহর ছেড়ে চলে গেল।

কোথায় গেল কেউ কিছুই জানলে না। গীতা আর বিজয়ের কাছ থেকে মোহন হ'লো নিরুদ্দেশ !

বাঁচবার ইচ্ছা মোহনের ছিল না। তাছাড়া সে জানতো, যে-মারাত্মক ব্যাধি অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করেছে, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি মানুষ বড় সহজে পায় না। তাই সে স্রোতের মুখে দিলে নিজেকে ভাসিয়ে।

গীতা যে একমাত্র মোহনকেই ভালবাসে, তাকেই যে সে আত্মসমর্পণ করে' বসেছে, সে-কথা বিজয় যেমন আগেও জানতো না, সে-কথা এখনও তেমনি তার কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

বিজয়ের সঙ্গে গীতার বিয়ের কথাবার্ত্তা ক্রমশঃ এগিয়েই চলতে লাগলো। গীতা মুখ ফুটে কাউকে একটি কথাও বললে না, বুকের আগুন সে বুকেই চেপে রাখলে।

একটি বৎসর পার হয়ে গেল। মোহনের কোনও সংবাদ নেই। মরে গেছে কি বেঁচে আছে কেউ কিছুই জানতে পারলে না।

এমন দিনে নিখিল-ভারত-যক্ষ্মা-নিবারণী-সমিতি দেশব্যাপী এক আন্দোলন সুরু করে' দিলে। বিজয়-ডাক্তারের তখন খুব নাম-ডাক। সমিতি তার সাহায্য প্রার্থনা করলে। বিজয় সানন্দে রাজি হ'লো।

আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য—যক্ষ্মার মত যে মারাত্মক ব্যাধি দেশের সর্ব্বনাশ করতে বসেছে তার সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে' তোলা, আর ভারতবর্ষের যে-সব স্বাস্থ্য-নিবাস অর্থাভাবে অচল হ'য়ে পড়ছে তাদের সাহায্য করা।

রেডিও-ষ্টেশন-পরিচালকের সাহায্য নিয়ে বিজয় নিজে একটি জলসার আয়োজন করলে। ভারতের বিভিন্ন কয়েকটি টি-বি স্যানাটোরিয়ামে বেতার যন্ত্র বসানো হ'লো।

৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় "গিরীশ থিয়েটার" লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। বিজয়-ডাক্তার আর রেডিও-ম্যানেজার ব্যস্ত ভাবে ঘোরাফেরা করে' বেড়াচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল।

রঘুনাথপুর স্যানাটোরিয়াম থেকে 'রিলে' হচ্ছিল। বেতার-যন্ত্রের মধ্য থেকে সহসা মোহনের কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

বহুদিনের নিরুদ্দিষ্ট বিজয়ের বন্ধু মোহন! গীতার জীবন-সর্ব্বস্ব মোহন!

বেতার-যন্ত্রে মোহনের গান সবাই শুনলে। শ্রোতারা শুনলে, রেডিও-ম্যানেজার শুনলে, ডাক্তার বিজয় শুনলে, আর শুনলে—গীতা!

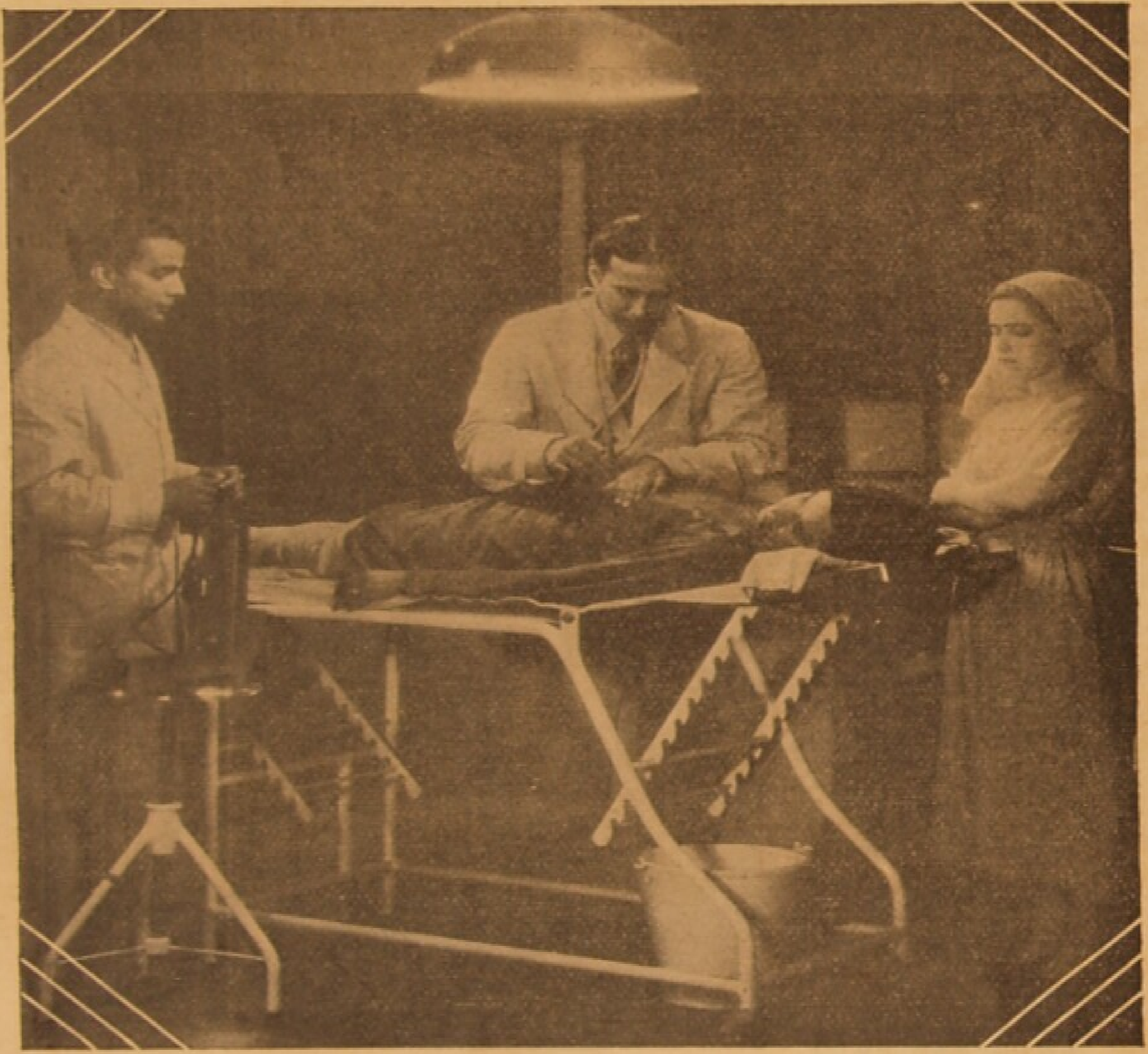

গান শুনে গীতা ছুটে এলো বিজয়ের কাছে। যে-কথা সে এতদিন তার বুকের ভেতর প্রাণপণে চেপে ছিল, আজ আর তা' সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারলে না। বিজয় জানতে পারলে—গীতা মোহনকে ভালবাসে।

এদিকে গীতার বিয়ের দিন পর্য্যন্ত তখন স্থির হয়ে গেছে, খবরের কাগজে বিজয় ও গীতার ছবি পর্য্যন্ত ছাপা হয়েছে। বিজয় দেখলে, অসম্ভব, এ বিয়ে তাকে বন্ধ করতেই হবে। মোহন যখন সেরে উঠেছে, গীতার বিয়ে তখন মোহনের সঙ্গেই হওয়া উচিত।

বিজয় তৎক্ষণাৎ তার মোটর নিয়ে ছুটলো রঘুনাথপুর স্যানাটোরিয়ামের দিকে—মোহনের সন্ধানে।

গভীর রাত্রে বিজয় গিয়ে পৌছোলো—রঘুনাথপুরে।

কিন্তু আশ্চর্য্য, গিয়ে দেখলে, মোহন নেই! রাত্রির অন্ধকারে, সকলের অলক্ষ্যে মোহন সেখান থেকেও পালিয়ে গেছে।

কোথায় গেল?

কেউ তাকে খুঁজে পেলে না।

এদিকে বিয়ে-বাড়ীতে তখন সানাই বাজছে। বিবাহ-মণ্ডপে নিমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগতেরা এসে বসেছেন। চন্দন-মাল্যে সুসজ্জিতা সুন্দরী গীতার তখন নববধূর বেশ!

ভাগ্য-বিড়ম্বিতা গীতা কি তবে শেষ পর্য্যন্ত বিজয়েরই গৃহলক্ষ্মী হ'লো?

শেষ পর্য্যন্ত কি হ'লো স্বচক্ষে দেখুন।

গান

(১)

তোমার বীণায় গান ছিল
আর আমার ডালায় ফুল ছিল।
একই দখিণ হাওয়ায় সেদিন
দোঁহায় মোদের দুল দিল॥
সেদিন সে তো জানে না কেউ
আকাশ ভরে কিসের সে ঢেউ
তোমার সুরের তরী আমার
রঙীন্ ফুলে কূল নিল॥

সেদিন আমার মনে হলো
তোমার তানের তাল ধরে'
আমার প্রাণে ফুল ফোটানো
রইবে চির কাল ধরে'
গান তবু ত' গেল ভেসে
ফুল ফুরালো দিনের শেষে
ফাগুন বেলার মধুর খেলায়
কোন্ খানে হায় ভুল ছিল॥

—রবীন্দ্রনাথ

(২)

হায় !
কভু যে আশায় কভু নিরাশায়
দিন বয়ে যায়
মোরে নাহি চায়।
কভু ফোটে ফুল
ভাবি সে কি ভুল
কখনও মিলন বিরহ-বেদন
দিন বয়ে যায়
মোরে নাহি চায়।

কে হ'লো বাহির মোর হিয়া হ'তে
তারই আসা যাওয়া হৃদয়ের পথে
কাছে থেকে দূর
তবু সে মধুর
সে যে মোর ব্যথা, সুখ-আকুলতা
দিন বয়ে যায়
মোরে নাহি চায়
হায় !

—অজয়

(৩)

এই পেয়েছি অনল-জ্বালা
তারেই শুধু চাই,
হারিয়ে গেলাম আপনারে
দুঃখ কিছুই নাই।
শিশুর মত অবুঝ খেলা
খেলেছিনু সারা বেলা
মাটির পুতুল ভেঙ্গে দিলাম
আপন হাতে তাই।

চলার পথে পাইনি কি যে
খুঁজব কেন আর
চেয়েছিলাম জয়ের মালা
তাই মেনেছি হার।
সেই ত' সুখের সার !
তবু যেন কোথায় আজি
একটি কথা ওঠে বাজি
আমার চোখের জলে কাহার
অশ্রুধারা পাই।

—অজয়

(৪)

পাখী আজ কোন্ কথা কয় শুনিস্ কি রে ?
বলে সে, বসন্ত আর আসবে না রে ভাঙ্গা নীড়ে।
লয়ে তোর শূন্য হিয়া শূন্য পানে আয়রে ফিরে।

পাখী আজ কোন্ কথা কয় শুনিস্ কি রে ?
বলে সে, কোটি ফাগুন জ্বালে আগুন গগন-তীরে।
ভরে' নে শূন্য ডালা
গেঁথে নে ছিন্ন মালা
বাজা তোর আঁধার-বীণা
এই প্রভাতের আলোর নীড়ে।
এ ধরা নয় রে মিছে নয়রে ফাঁকি
হেথা যে পরশ-রতন আছে গোপন
দেখিস্ নাকি ?
খুলে দে হৃদয়-দুয়ার
বাহিরের আসুক জোয়ার
আজি তুই নূতন করে' আপনারে
চিনবি ফিরে।

—অজয়

(৫)

আজি অসময়ে যমুনার কূলে কেন এলে ?
নহে তব বাঁশি জল নিতে আসি নদী তীরে।
পুরবাসীজন কালি দিবে কূলে ফিরে গেলে
কে জানিত হায় আছে শ্যাম রায় যাই ফিরে
গাগরি না লয়ে জল নিতে আসা শুনেছে কে গো ?
অঞ্চলে বুঝি জল নিবে বাঁধি নূতন এ গো।

—অজয়

(৬)

কাঞ্চনবরণী কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায়।
সখা, কে সে রমনী কহ !
তারে চকিতে হেরিয়া
অলত এ হিয়া
ধরিতে নারি এ দেহ।
কে সে রমনী কহ !

—চণ্ডীদাস

(৭)

শুনি ডাকে মোরে ডাকে !
কারা দিল আঁখিজল
কে নিয়েছে বুকে করি
আমার এ বেদনাকে।
ওপারের আলোছায়া
আবার আনিছে মায়া
আবার গাহিছে পাখী
জীবনের তরুশাখে ॥
আজি তৃণদল ওই
বলে প্রিয় তুমি কই !
ধরণীর ভালবাসা
আঁচল বিছায়ে রাখে।

বহু দিবসের ফেলে-আসা দিন
আবার হৃদয়ে বাজালো কি বীণ ?
পথ পরে ভোলা গান
সহসা পেয়েছে প্রাণ
কারা কহে তুমি আছ   ভুলিনি তোমায় ওরে
হের আলো মেঘ ফাঁকে ॥

—অজয়

(৮)

ফিরবে না তা জানি
আহা তবু তোমার পথ চেয়ে
জ্বলুক প্রদীপ খানি ।
গাঁথবে না মালা জানি মনে
আহা তবু ধরুক মুকুল আমার বকুল-বনে,
প্রাণে ওই পরশের পিয়াস আনি ।
কোথায় তুমি পথ-ভোলা
তবু থাক্ না আমার দুয়ার খোলা,

রাত্রি আমার গীত-হীনা
আহা তবু বাঁধুক্ সুরে বাঁধুক্ তোমার বীণা
তারে ঘিরে ফিরুক্ কাঙ্গাল বাণী।
রবীন্দ্রনাথ—

(৯)

আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান
তার বদলে আমি চাইনি কোন দান।
ভুলবে সে গান যদি না হয় যেও ভুলে
উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগর কূলে,
তোমার সভায় যবে করব অবসান
এই ক'দিনের শুধু এই ক'টি মোর তান।

তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে
এই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে?
সেই কথাটি জানি পড়বে তোমার মনে
বর্ষামুখর রাতে ফাগুন-সমীরণে
এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান
ভুলতে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ॥

—রবীন্দ্রনাথ

THE NEW THEATRES LIMITED

১৭২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। শ্রীপ্রমথনাথ মান্না কর্ত্তৃক ২৫৯, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।